আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কি চায় কেন চায় ও কিভাবে চায়?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রচার বিভাগ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

Contents

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’
কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?

প্রকাশক
কেন্দ্রীয় কমিটি
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

حركة أهل الحديث بنغلاديش ماذا تطلب، لماذا تطلب وكيف تطلب؟

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (السابق) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : المجلس المركزى للجمعية

المقر الرئيسى : دار الإمارة لأهل الحديث

نودابارا، راجشاهى، بنغلاديش–

১ম প্রকাশ
যিলক্বদ ১৪৩৮ হি./শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/আগষ্ট ২০১৭ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
নির্ধারিত মূল্য
১৫ (পনের) টাকা মাত্র।

‘Ahlehadeeth Andolon Bangladesh’ ki chai keno chai o kivabe chai? (What it demands, Why demands & How it demands?) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by the Central Committee of **AHLEHADEETH ANDOLON BANGLADESH**. Head Office : Darul Imarat Ahle Hadeeth, Nawdapara, P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. 0721-760525. Mob : 01711-578057. E-mail : ahlehadeethandolon@gmail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আলহামদুলিল্লাহ। কর্মীদের বহুদিনের দাবী পুরণ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। কোন সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি পরিষ্কারভাবে জানা না থাকলে মানুষ সে ব্যাপারে অন্ধকারে থাকে। তাই আমরা লিখিতভাবে বিষয়টি জনগণের নিকট তুলে ধরলাম। যদিও ইতিমধ্যেই আমাদের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি সবার নিকটে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং সেটাই প্রকৃত বিষয়, যা জনগণের হৃদয়পটে অংকিত থাকে।

মূলতঃ সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের মহতী লক্ষ্য নিয়েই ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এবং পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যাত্রা শুরু করে। এর 'গঠনতন্ত্র' ও 'কর্মপদ্ধতি' লিখিত আকারে মওজূদ রয়েছে। এক্ষণে কিছুটা বিস্তৃত আকারে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?** শিরোনামে বিষয়টি উপস্থাপিত হ'ল। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন!

প্রকাশক
কেন্দ্রীয় কমিটি
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী
১০ই আগষ্ট ২০১৭ বৃহস্পতিবার

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده..

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?

প্রশ্ন : আমরা কি চাই?

উত্তর : আমরা আমাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত তথা আল্লাহ্‌র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

প্রশ্ন : কেন চাই?

উত্তর : ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্য এটা চাই।

প্রশ্ন : কিভাবে চাই?

উত্তর : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবীগণের তরীকায় আমরা এটা চাই।

ব্যাখ্যা :

১. পৃথিবীতে মোটামুটি চার ধরনের মানুষ বসবাস করে। (১) আল্লাহকে মানে ও তাঁর বিধানকে মানে। যেমন ছাহাবায়ে কেরাম ও যুগে যুগে একনিষ্ঠ মুমিনগণ। (২) আল্লাহকে মানে, কিন্তু তার বিধানকে মানে না। যেমন আবু জাহ্‌ল ও যুগে যুগে তার অনুসারী মুশরিকবৃন্দ। (৩) আল্লাহকে মানে এবং তার বিধানের কিছু মানে, কিছু মানে না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও যুগে যুগে তার অনুসারী মুনাফিক ও ফাসেকবৃন্দ। (৪) আল্লাহকে মানে না। তার বিধানকেও মানে না। যেমন যুগে যুগে কাফের ও নাস্তিক বৃন্দ।

আদমের পৃথিবীতে অবতরণ :

আল্লাহ আদম-হাওয়াকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ

Contents

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- '..তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'। 'পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*।

ইবলীসের বিতাড়ন :

ইবলীসকে পৃথিবীতে বিতাড়নের সময় তার প্রার্থনা মোতাবেক আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করার অনুমতি দেন এবং বলেন, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৪২)*। তিনি আরও বললেন, قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ- لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ- 'তবে এটাই সত্য। আর আমি সত্যই বলে থাকি'। 'তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই' *(ছোয়াদ ৩৮/৮৪-৮৫)*।

বস্তুতঃ তখন থেকেই চলছে শয়তানী প্রলোভন থেকে মুক্ত আল্লাহ্র অনুগত খাঁটি বান্দাদের বাছাই প্রক্রিয়া। সেজন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর বাণী ও বিধানসহ নবীগণকে পাঠিয়েছেন মানুষকে আল্লাহ্র পথে ধরে রাখার জন্য। কিন্তু শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে থাকে।

প্রকৃত ঈমানদারগণ সর্বদা শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে থাকেন ও আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকেন। শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে তারা পা দেন না। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী ও দুর্বল বিশ্বাসী লোকেরা হয় শয়তানের লোভনীয় শিকার। শেষোক্ত তিন প্রকারের লোকেরা সর্বদা প্রথমোক্ত মোখলেছ

বান্দাদের দুশমন হয়। এরা সর্বদা সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে। এরাই হ’ল আল্লাহ্র ভাষায় কাফের, মুনাফিক ও ফাসেক শ্রেণী বা তাদের অনুগামী। এরাই সমাজে সকল অশান্তি ও ভাঙ্গনের জন্য দায়ী। আল্লাহ্র দাসত্বের অর্থ ও সারবত্তা এরা বুঝে না। যদিও তারা আল্লাহকে স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ- ‘যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে ‘আল্লাহ’। তুমি বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ বিষয়ে জানে না’ *(লোকমান ৩১/২৫)*।

অর্থাৎ ওরা ‘সৃষ্টিকর্তা’ হিসাবে আল্লাহকে মানে। কিন্তু তাঁর বিধান মানতে চায় না। অথচ আল্লাহকে স্বীকৃতির অর্থই হ’ল তাঁর বিধান সমূহ মেনে চলা ও সর্বাবস্থায় তাঁর দাসত্ব করা। দুনিয়াতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হ’ল সেটা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ‘আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য’ *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অর্থাৎ সার্বিক জীবনে ‘তাওহীদে ইবাদত’ প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আল্লাহ্র দাসত্বের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়

আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ- (الشورى ١٣)-

‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি

Contents

মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাক, তা তাদের কাছে অত্যন্ত ভারী মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। আর তিনি পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তাঁর দিকে প্রণত হয়' *(শূরা ৪২/১৩)*।

নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এটি ছিল মুশরিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয়। কেননা এতে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা বিঘ্নিত হয়। আজও সেটি অব্যাহত রয়েছে।

অত্র আয়াতে 'তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর' অর্থ তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা কর। অর্থাৎ ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ, ইক্বামতে হুকূমত নয়। যেমনটি আধুনিক যুগের কোন কোন মুফাসসির ধারণা করেছেন। কেননা কোন নবীই হুকূমত প্রতিষ্ঠার জন্য বা ক্ষমতা লাভের জন্য দাওয়াত দেননি। বরং সকলেই শিরকের স্থলে তাওহীদের আলোকে সমাজ সংশোধনের দাওয়াত দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাওহীদ এককভাবে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু হুকূমত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সর্বাবস্থায় শর্ত নয়। তবে সেজন্য আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের মাধ্যমে জনমত গঠন করা সর্বাবস্থায় যরূরী। কেননা সার্বিক জীবনে পূর্ণভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা নিঃসন্দেহে সহায়ক শক্তি। এজন্য মুসলিম রাজনীতিক ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ অবশ্যই তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন। নইলে আখেরাতে দায়ী হবেন।

আলী (রাঃ)-কে হত্যাকারী খারেজী চরমপন্থীরা বলেছিল, لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ 'আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই'। জওয়াবে আলী (রাঃ) বলেছিলেন, كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ بِرَّةٍ كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةٍ.. أَمَّاالْفَاجِرَةُ : فَيُقَامُ بِهَا الْحُدُوْدُ وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ وَيُجَاهَدُ بِهَا العَدُوُّ وَيُقْسَمُ بِهَا الْفَيْءُ–

'কথা সত্য, কিন্তু বাতিল অর্থ নেওয়া হয়েছে'। 'অবশ্যই মানুষের জন্য নেতৃত্ব থাকবে, ভাল হৌক বা মন্দ হৌক।.. মন্দ শাসকের মাধ্যমে দণ্ডবিধি সমূহ

Contents

কায়েম করা হয়। রাস্তা সমূহ নিরাপদ করা হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণ করা হয়'।[১]

বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগেও কবীরা গোনাহগার মুসলমানদের কাফের গণ্য করার মাধ্যমে চরমপন্থীরা তাদের রক্তকে হালাল মনে করছে। ফলে মুসলিম সমাজে রক্তাক্ত হানাহানি চলছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সকল প্রকার চরমপন্থী আন্দোলন থেকে সর্বদা বিরত থাকে এবং সমাজকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে।

'আহদে আলাস্তু :

সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ সকল মানুষকে ছোট্ট অবয়ব দিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তাঁর দাসত্বের অঙ্গীকার নিয়ে বলেছিলেন أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই'? তারা বলেছিল, بَلَى شَهِدْنَا 'হ্যাঁ। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি'। আল্লাহ এ সাক্ষ্য ও অঙ্গীকার এজন্য নিয়েছিলেন, যাতে তারা ভবিষ্যতে শিরক করার ব্যাপারে বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে বাঁচতে না পারে কিংবা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারে যে, আমরা আল্লাহকে স্বীকৃতি দান ও তাঁর দাসত্ব করার বিষয়টি জানতাম না' *(আ'রাফ ৭/১৭২-১৭৩)*।

বর্তমান পৃথিবীতে যাবতীয় অশান্তির মূলে হ'ল আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করা। তথা শয়তানের দাসত্ব করা। মানুষ নানা ভয়-ভীতি ও প্রলোভনে পড়ে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র দাসত্ব ছেড়ে শয়তানের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হচ্ছে। সেখান থেকে নিজেকে ও অন্যকে বাঁচানোই হ'ল প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য। নবী-রাসূলগণ সর্বদা সেকাজই করে গেছেন।

শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্বের বাস্তব রূপকার। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সেপথেই মানুষকে পরিচালিত করতে চায় এবং কেবল তাওহীদে রুবূবিয়াত

---

১. মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলত্বানিয়াহ ১/৯৮ 'বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; আকরাম যিয়া 'উমারী, 'আছরুল খিলাফাতির রাশেদাহ (মাকতাবা উবায়কান) ১/১৪২।

Contents

নয়; বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাওহীদে ইবাদত তথা সার্বিক জীবনে আল্লাহ্‌র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

২। কেন চাই?

ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্যই আমরা এটা চাই। আমরা বলি, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*। পৃথিবীর সকল ভাষা ও বর্ণের মানুষ একই আদমের সন্তান। ফলে সকলের মৌলিক সমস্যা ও চাহিদা যেমন এক, তেমনি সবকিছুর মৌলিক সমাধানও মূলতঃ একই। সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাই আল্লাহ্‌র বিধান সকলের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর।

দু'টি দর্শনের সংঘাত :

পৃথিবীতে সর্ব যুগে দু'টি দর্শনের সংঘাত চলে এসেছে। **এক-** মানুষ সর্বদা নিজের খেয়াল-খুশীমত চলবে। **দুই-** মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র বিধান মতে চলবে ও সে অনুযায়ী কাজ করবে।

প্রত্যেক মানবশিশু ফিৎরাতের উপর অর্থাৎ 'ইসলামের উপর' (عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ) জন্মগ্রহণ করে।[২] আল্লাহ্‌র দেওয়া স্বভাবধর্ম অনুযায়ী সে তার দৈহিক ও মানসিক পরিবৃদ্ধি লাভ করে। তার আকৃতি, প্রকৃতি, মেধা ও যোগ্যতা সবকিছুই আল্লাহ্‌র দেওয়া নে'মত- একথা সে নিজের অবচেতন মনে স্বীকার করে ও আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বাধ্যর্ক্যের স্তরসমূহে তার দেহ বাধ্যগতভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে। কিন্তু যতই তার বয়স বাড়তে থাকে ও বিভিন্ন পরিবেশের অভিজ্ঞতা লাভ করে, ততই তার জ্ঞানগত স্বভাবধর্ম বাধাগ্রস্ত হ'তে থাকে।

---

২. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৩২; শু'আয়েব আরনাঊত্ব বলেন, বর্ণনাকারীগণ সকলে বিশ্বস্ত।

চারটি বাধা

মোটামুটি ৪টি প্রধান বাধা মানুষকে তার স্বভাবধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে চায়। তার পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র।

প্রথম বাধা তার পরিবার :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'প্রত্যেক মানব সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী বানায়, নাছারা বানায় বা অগ্নি উপাসক বানায়'...।[৩] ছহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, وَيُشَرِّكَانِهِ 'পিতা-মাতা তাকে মুশরিক বানায়'।[৪]

এক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান হ'ল এই যে, বাপ-মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও রীতি-নীতি হ'তে বিরত থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفــاً 'যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেন আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। বস্তুতঃ সন্তানের দুনিয়াবী মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি আল্লাহ্র বিধান মানার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

পারিবারিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত কায়েম করা ভবিষ্যৎ সুসন্তান ও সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য একান্তভাবেই যরূরী। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এজন্য নিয়মিত ব্যক্তি প্রশিক্ষণ ছাড়াও 'সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীমের' কর্মসূচী রেখেছে। যেখানে মা-বোনেরা নিজ গৃহে দ্বীনের তা'লীম নিতে পারেন। তাছাড়া শৈশবে 'সোনামণি' সংগঠনের মাধ্যমে ছোট্টমণিদেরকে

---

৩. বুখারী হা/১৩৫৯; মুসলিম হা/২৬৫৮ (২২); মিশকাত হা/৯০ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।
৪. মুসলিম হা/২৬৫৮ (২৩) 'তাক্বদীর' অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ।

Contents

শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী করার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার জন্য নিয়মিত কর্মসূচীর মাধ্যমে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এভাবে শৈশবে তাওহীদের বীজ বপিত ও রোপিত হ'লে পাথরে খোদাই করার মত ঐ শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকবে বলে আশা করা যায়। এরপরে যৌবনে তাদেরকে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মসূচী মেনে চলতে হয়।

দ্বিতীয় বাধা হ'ল সমাজ :

সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি ও রসম-রেওয়াজ অনেক সময় ইলাহী বিধানের বিরোধী হয়। সেগুলির বিরোধিতা করে আল্লাহ্র বিধান মানতে গেলে সামাজিক বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। এমনকি সমাজনেতাদের রোষ ও সামাজিক বয়কটের শিকার হ'তে হয়। নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকলকেই এই কঠিন সামাজিক বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। যখনই তাঁরা তাদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিয়েছেন, তখনই তারা জওয়াব দিয়েছে, بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 'বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি' *(বাক্বারাহ ২/১৭০; মুমিনূন ২৩/২৪; নূহ ৭১/২৩)*। অতএব এই কঠিন বাধা মোকাবিলা করে আল্লাহ্র বিধান পালন করা ও তাঁর দাসত্ব করা অনেক সময় অসম্ভব বিবেচিত হয়। তাকে নানাবিধ অপবাদ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। শেষনবী (ছাঃ)-কে এজন্য চূড়ান্ত নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। তাঁকে 'সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি'র অপবাদ সহ মক্কায় সর্বমোট ১৫ রকমের অপবাদ দেওয়া হয়েছে। সমাজ তাকে তিন বছর যাবৎ বয়কট করেছে। অবশেষে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে।

তৃতীয় বাধা হ'ল প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মনেতাগণ :

ধর্মনেতারা সর্বদা নিজেদেরকে ধর্মের প্রতিভূ মনে করেন। নিজেদের মধ্যে ধর্ম না থাকলেও ধর্মের বড়াই থাকে তাদের ষোল আনা। আর একারণেই ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা ধর্মনেতা 'আযর' স্বীয় পুত্র ইবরাহীমকে

Contents

বলেছিলেন, ..أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا– ‘..হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও? যদি তুমি (এথেকে) বিরত না হও, তাহ’লে অবশ্যই আমি পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি চিরদিনের মত আমার থেকে দূর হয়ে যাও’! *(মারিয়াম ১৯/৪৬)*।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মদীনার ইহূদী ধর্মনেতারা সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছিল। ধর্মের দোহাই দিয়েই তারা তাদের ধার্মিক লোকদের প্রকৃত ধর্ম ইসলাম থেকে বিরত রেখেছিল। এমনকি আল্লাহ্র রাসূলকে নাজরানের খ্রিষ্টান ধর্মনেতাদের সঙ্গে ‘মুবাহালা’র মত কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়েছিল। এইসব পথভ্রষ্ট ধর্মনেতারা তাদের অনুসারীদের ‘রব’-এর আসন দখল করেছিল। ইচ্ছামত তওরাত পরিবর্তন করে তারা বলত, এগুলিই আল্লাহ্র বিধান। তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত। ভক্তরা অন্ধভাবে তা মেনে চলত। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষের প্রতি মানুষের এই অন্ধ গোলামীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। ফলে ধর্মনেতারা তাঁর জানী দুশমনে পরিণত হয়। অথচ তারা শেষনবী হিসাবে তাঁকে চিনত, যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনত *(বাক্বারাহ ২/১৪৬)*।

বিখ্যাত খ্রিষ্টান নেতা ‘আদী ইবনে হাতেম যখন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা তওবার ৩১ আয়াতটি পাঠ করেন, اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ– ‘ইহূদী-নাছারারা তাদের আলেম ও দরবেশগণকে এবং ঈসা ইবনে মারিয়ামকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে’। এটা শুনে ‘আদী বলে উঠলেন إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ ‘আমরা তাদের ইবাদত করি না’। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونُهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟ ‘তারা কি ঐ বস্তুকে হারাম করে না যা আল্লাহ হালাল করেছেন।

Contents

অতঃপর তোমরাও তা হারাম গণ্য কর এবং তারা কি ঐ বস্তুকে হালাল করে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। অতঃপর তোমরাও তা হালাল গণ্য কর'। 'আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'এটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[৫]

ইবনু আব্বাস ও যাহহাক বলেন, إِنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُمْ، وَلَكِـــنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا– 'ইহূদী-নাছারাদের ধর্মনেতা ও সমাজ নেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিত এবং লোকেরা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহ ঐসব আলেম, সমাজনেতা ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৬]

বস্তুতঃ বর্তমান যুগেও কথিত ধর্মনেতাদের তৈরী করা মাযহাব ও তরীকার সামনে মানুষ অন্ধের মত মাথা নীচু করছে। জায়েয-নাজায়েয, সুন্নাত-বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি অনেক সময় হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে এদের নিজস্ব ফৎওয়ার উপর। কখনও বা স্ব স্ব ফৎওয়ার পক্ষে জাল হাদীছ তৈরী করে শুনানো হচ্ছে। কখনও বা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কখনও বা নিজেদের স্বার্থে কোন হাদীছকে 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যে কোন মূল্যে নিজের কিংবা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকার গৃহীত ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। এরা মারা গেলে একদল লোক তাদের কবর পূজা করছে। তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি কামনা করছে। তাদের কবরে নযর-মানত করছে। সেখানে পয়সা দিয়ে বিপদাপদ থেকে মুক্তি চাচ্ছে। সেখানে ওরসের জমজমাট মেলা চালু করছে। তাদের কবরগুলিকে সমাধি সৌধ বানিয়ে সেগুলিকে তীর্থস্থানে পরিণত করছে। এভাবে এই সব ধর্মনেতাগণ জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও তাদের ভক্ত অনুসারীদের নিকট রীতিমত 'রব'

---

৫. তাফসীর ইবনে জারীর হা/১৬৬৩২; তিরমিযী হা/৩০৯৫; ছহীহাহ হা/৩২৯৩।
৬. তাফসীর ইবনু জারীর হা/১৬৬৩০, ১৬৬৪১।

Contents

এর আসনে সমাসীন হয়ে আছেন। এদের রেখে যাওয়া রীতি-নীতি কিংবা তাদের নামে এদের খাদেম ও ভক্তদের চালু করা বেশরা রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে কথা বলা রীতিমত মানহানিকর এমনকি জীবনহানিকর ব্যাপার হয়ে থাকে। কুরআন-সুন্নাহ্র নাম নিয়েই এরা এসব শরী'আত বিরোধী কাজ-কর্ম করে থাকেন। এদের চেহারা-ছূরত ও পোষাক-পরিচ্ছদ এবং ভক্ত বাহিনী যেকোন সৎসাহসী দ্বীনদার মানুষকে ভীত করার জন্য যথেষ্ট। ফলে এদেরকে ডিঙিয়ে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা জীবনের ঝুঁকি নেবার শামিল। যা নেবার মত লোকের সংখ্যা সর্বদাই কম থাকে। অথচ যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি।

কেবল ধর্মনেতারা নন, রাজনৈতিক নেতারাও আজকাল পূজিত হচ্ছেন মহা সমারোহে। তাদের কবরগুলি এখন রীতিমত তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। সেখানে যেতে না পারায় এদেশে একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পতন ঘটে গেল চোখের পলকে মাত্র কয়েক বছর আগে (২০০২ সালের ২১শে জুন)। মৃত নেতাদের ছবি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সেখানে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে তাদের রীতিমত পূজা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি অনেক জীবিত রাজনৈতিক নেতা তাদের নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজের প্রধান ফটকে নিজেদের প্রতিকৃতি পাথরে খোদাই করে দিচ্ছেন সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের জন্য। তাদের ঘরে ও অফিসে তাদের ছবি সমূহ টাঙানো হচ্ছে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। দেশের সর্বোচ্চ সেনানিবাসে দেশের প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধানগণ নিজেদের বানানো 'শিখা অনির্বাণ' বা 'শিখা চিরন্তন' নামক সদা জ্বলন্ত আগুনের সম্মুখে মাথা নত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। যা মজূসী-অগ্নি উপাসকদের অনুকরণ মাত্র। মানুষের যে মস্তক কেবল আল্লাহ্র কাছে নত হবে, সেই উন্নত মস্তক আজ নত হচ্ছে মৃতদের কবরে এবং ছবি-মূর্তি ও আগুনের সামনে। ঐ জাতির উন্নতি কিভাবে হ'তে পারে, যে জাতির মস্তক যেখানে-সেখানে অবনত হয়? রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দেশের অর্থনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচলিত সূদী অর্থনীতির ছোবলে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। যথেচ্ছভাবে নেতারা হারামকে হালাল

Contents

করে যাচ্ছেন। এভাবে ইহূদী-নাছারা নেতাদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর সেদিনের ভর্ৎসনাবাণী আজ মুসলিম নেতাদের হাতেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। অথচ জাতির পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে চলার মধ্যে।

চতুর্থ বাধা হ'ল রাষ্ট্র :

বিগত যুগে ইবরাহীম (আঃ)-কে বাধা দিয়েছিলেন ইরাকের সম্রাট নমরূদ। তার লোকেরা বলেছিল, حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ 'তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। মূসা (আঃ)-কে বাধা দিয়েছিল মিসরের সম্রাট ফেরাঊন। তিনি তার লোকদের বলেছিলেন, '(মূসা ও হারূণ) তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি রহিত করতে চায়' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*। তিনি আরও বলেছিলেন, مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ 'আমি যা বুঝি সেদিকেই তোমাদের পথ দেখাই। আর আমি তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি' *(মুমিন/গাফের ৪০/২৯)*। যাকারিয়া ও তৎপুত্র ইয়াহইয়া (আঃ) নিহত হয়েছিলেন সে যুগের সম্রাট কর্তৃক। ইহূদীদের চক্রান্তে ঈসা (আঃ)-কে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁর যুগের সম্রাট। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে ছাড়াও মোট ১৪ বার গোপনে হত্যাপ্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁর যুগের সমাজনেতারা। তারা রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যা বলেনি। বরং তারা আনীত কুরআনী বিধানকে অস্বীকার করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ 'বস্তুতঃ ওরা তোমাকে মিথ্যা বলে না। বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*। এজন্য তারা বলেছিল, ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ 'এই কুরআন বাদ দিয়ে তুমি অন্য কুরআন নিয়ে আস অথবা

Contents

এটাকে পরিবর্তন করে আনো'। জবাবে রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ নির্দেশ দেন, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 'তুমি বল যে, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট অহি করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহ'লে আমি এক ভয়ংকর দিবসের শাস্তির ভয় করি' *(ইউনুস ১০/১৫)*।

বস্তুতঃ যুগে যুগে সত্যসেবীদের বিরুদ্ধে এই নীতিই চলে আসছে। মুসলিম উম্মাহর যুগসংস্কারকগণের মধ্যে কঠিন রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হ'তে হয়েছে অসংখ্য তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ছাড়াও ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল এবং তাঁদের পরে ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী, ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম ও যুগে যুগে তাঁদের অনুসারী যুগসংস্কারক মনীষীগণকে, যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

৩। কিভাবে চাই?

জাতির এই সার্বিক ভাঙ্গন দশা প্রতিরোধ আমরা কিভাবে করতে চাই। বিভিন্ন পণ্ডিত ও তাদের অনুসারী দলসমূহ স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এর জবাব দিয়ে থাকেন এবং সে অনুযায়ী তারা কাজ করে থাকেন। পৃথিবীর মানুষ রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে রাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের পরীক্ষা নিয়েছে। যদিও তা মানবতার কল্যাণের পরিবর্তে কেবল অকল্যাণই বৃদ্ধি করেছে, লাখ-কোটি মানুষের জান-মাল ও ইযযতের বিনিময়ে। তারা পৃথিবীর অন্যান্য জনপদেও এগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উপরোক্ত সকল মতবাদের সার-নির্যাস হ'ল, মানুষের নিজস্ব চিন্তা ও কল্পনা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং তার চিন্তাধারা কখনোই আবেগমুক্ত নয়। ফলে উক্ত মতবাদ সমূহের কোনটাই মানুষের স্বভাবধর্মের কাছাকাছি যেতে পারেনি। সেকারণ সবগুলি মতবাদই ব্যর্থ হয়েছে। তবুও স্বার্থবাদীরা জোঁকে

Contents

বসে আছে ছলে-বলে-কৌশলে। সেকারণ আমরা মানব রচিত কোন বিধানের অনুসরণ না করে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধানের আনুগত্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং নবীগণের তরীকায় দাওয়াত ও সংগঠনের মাধ্যমে তথা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবতার বিপর্যয় রোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কেননা আমাদের রাসূল (ছাঃ) এভাবেই চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

যেমন আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্য হ'তে একজন রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও সুন্নাহ। যদিও ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল ' *(জুম'আহ ৬২/২)*।

আমরা আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস মনে করি এবং তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহকে চির সত্য এবং সকল যুগের জন্য পালনযোগ্য ও অপরিবর্তনীয় বলে বিশ্বাস করি। আল্লাহ প্রেরিত প্রতিটি বিধানই সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তার পরিবর্তনকারী কেউ নেই। ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুশীলনের মধ্যেই মানবতার মুক্তি নিহিত। এর বাইরে যা কিছুই বলা হবে, তা স্রেফ ধারণা ও কল্পনা এবং যিদ ও হঠকারিতা মাত্র।

মানব রচিত এযাবতকালের সকল মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এবং এ সবের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর মানুষ এখন উন্মুখ হয়ে আছে মানবতার প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির জন্য। জর্জ বার্নার্ডশ', বার্ট্রাণ্ড রাসেল, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, মিঃ গান্ধী প্রমুখ বিশ্বখ্যাত অমুসলিম দার্শনিক ও রাজনীতিকগণ ইসলামকেই পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য একমাত্র বিকল্প হিসাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। কিন্তু আমরা যারা ইসলামের অনুসারী, যাদের দায়িত্ব ছিল জগদ্বাসীর কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরার, সেই আমরাই আজ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি।

Contents

স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্ব মুসলিমের জন্য আল্লাহ্র একটি অনন্য নে'মত। এখানকার অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র বিধান মেনে চলার জন্য জন্ম থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু কীভাবে সেটা মানবে, তা জানে না। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ চলে যাবার পর থেকে বিগত ৭০ বছর কেবল নেতার বদল হয়েছে। কিন্তু নীতির বদল হয়নি। ফলে আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি। বরং দিন দিন রসাতলে যাচ্ছি। সাধারণ মানুষ এথেকে পরিত্রাণ চায়। কিন্তু কীভাবে পরিত্রাণ পাবে? এক্ষেত্রে চারটি মতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।-

চার ধরনের প্রচেষ্টা :

(১) একদল বিশ্ব রাজনীতির দোহাই দিয়ে সবকিছুতেই আপোষ করে চলতে চান। তারা ভিতরে ঘা রেখে উপরে মলম দিতে ভালবাসেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি পালনেই তাদের ধর্ম-কর্ম সীমাবদ্ধ। কথিত বিশ্বনেতারা সর্বদা এদেরকেই পসন্দ করেন ও এদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসান। এরা নিজেদেরকে 'সেক্যুলার' বলেন। যদিও তারা পুরাপুরি সেক্যুলার নন। তবে ইসলামী বিধান জারি করতে উদ্যোগী না হবার কারণেই পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে তারা সেক্যুলার।

(২) আরেক দল আছেন যারা ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই রাজনীতি করেন। কিন্তু প্রচলিত অনৈসলামী রাজনীতির মাধ্যমেই সেটা করতে চান। ফলে লক্ষ্য ইসলাম হ'লেও পথ যেহেতু ইসলামের বিপরীত, সেকারণ তাদের রাজনীতি ও সেক্যুলারদের রাজনীতির মধ্যে শ্লোগানের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা ক্ষমতায় যাবার জন্য এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পর সে আচরণই করেন, যেটা সেক্যুলাররা করে থাকেন। বরং কিছুটা বেশীই করেন। ভোটপ্রার্থী হওয়ার কারণে 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলাই তাদের নীতি। ফলে সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালনে তারা অপারগ। কূয়াতে পচা বিড়াল রেখে উপরের পানি সেচাতেই তারা অভ্যস্ত। এরা ইতিমধ্যে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে 'মডারেট' বা পপুলার লকব পেয়ে গেছেন। যদিও সেক্যুলারদের হাতেই তারা সর্বদা পর্যুদস্ত হচ্ছেন। আদর্শচ্যুত হয়ে ইহকাল-পরকাল দু'কুল হারাচ্ছেন।

(৩) তৃতীয় আরেক দল আছেন যারা ইসলাম বলতে তাদের শিরক ও বিদ'আতের জঞ্জালে ভরা তরীকাকে বুঝেন। মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী-চেহলাম, শবেবরাত-শবেমে'রাজ, কবর-ওরস এগুলিই তাদের প্রধান উপজীব্য

Contents

বিষয়। ছূফীবাদের অনুসারী হবার দাবী করে এরা দুনিয়াত্যাগী হিসাবে পরিচিত হতে ভালবাসেন। যদিও ক্ষমতার স্বাদ পাবার জন্য এখন তারা কয়েকটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন ও নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন। এদের কাছাকাছি আরেকটি দল আছেন, যারা নিজেদের দাওয়াতকে 'নবীওয়ালা দাওয়াত' বলেন এবং সর্বদা 'রাসূলের তরীকায় শান্তি' বলে থাকেন। অথচ মিথ্যা ফাযায়েলের মোহ ছড়িয়ে স্বচ্ছ মাসায়েল থেকে মানুষকে দূরে রাখেন। সবাইকে খুশী করতে গিয়ে সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালন থেকে এরা অনেক দূরে। এমনকি তাদের মুখে এখন প্রায়ই শোনা যায়, হাদীছ সবই রাসূলের। এর মধ্যে আবার ছহীহ-যঈফ আছে নাকি? এদের হামলার প্রধান শিকার হলেন ইমাম বুখারী সহ কুতুবে সিত্তাহ্র মুহাদ্দিছগণ এবং শায়েখ নাছেরুদ্দীন আলবানী প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছ বেত্তাগণ। কারণ তাদের আচরিত দ্বীনের বেশীর ভাগই ছহীহ হাদীছের আলোকে বিশুদ্ধ নয়। যদিও ধর্মের বাহ্যিক রূপ এদের মধ্যেই বেশী।

(৪) চতুর্থ দলটি হলেন তারাই যারা তাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠা করতে চান। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র দাসত্ব করতে চান। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ঢেলে সাজাতে চান এবং রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সমাজ সংস্কার করতে চান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তাঁদেরই দ্বারা পরিচালিত।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা তাদের মূল লক্ষ্য নয়। বরং সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই তাদের প্রধান লক্ষ্য। সমাজ পরিবর্তনের কঠিন দায়িত্ব পালনে তারা শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী আমীরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে নেকীর উদ্দেশ্যে ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। ছহীহ হাদীছের আলোকে তারা নিজেদের ত্রুটিসমূহ সংশোধন করেন এবং অন্যকে সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করেন। সরকারের ইসলাম বিরোধী এবং দেশ ও জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ সমূহের তারা প্রতিবাদ করেন। সরকারকে সুপরামর্শ দেন এবং সরকারের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। তবে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন না। ধর্মঘট ও ভাঙচুর করেন না। সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিরোধী কোন কাজ করেন না। কারণ এতে

Contents

রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তারা ক্ষমতা লাভের জন্য দল গঠন করেন না। তার জন্য লড়াই করেন না বা ক্ষমতার জন্য প্রার্থী হন না। কারণ এগুলি শরী'আতে নিষিদ্ধ। নেতৃত্ব বা ক্ষমতা আল্লাহ্‌র দান। যাকে খুশী তিনি এটা দান করে থাকেন।

তারা মুরজিয়াদের মত আমল-এর ব্যাপারে শৈথিল্যবাদী নন, কিংবা খারেজীদের মত চরমপন্থী ও জঙ্গীবাদী নন। তারা কবীরা গোনাহগার মুসলমানকে পূর্ণ মুমিন বলেন না কিংবা কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেন না এবং তাদের রক্তকে হালাল মনে করেন না। তারা মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলতে বলেন না। বরং মাথা ব্যথার ঔষধ খেতে বলেন।

সেক্যুলার, পপুলার ও ছূফী মুসলমানরা বৃটিশের রেখে যাওয়া নীতি ও পদ্ধতির প্রতি আপোষমুখী হওয়ায় তারাই পাশ্চাত্যের সবচাইতে নিকটতম বলে আমেরিকায় সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে (RAND 2006)। তাদের মতে সালাফীরাই তাদের একমাত্র বিরুদ্ধবাদী। কারণ তারাই মাত্র বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী এবং তারাই মাত্র জাতীয় ও বিজাতীয় কুসংস্কার সমূহ থেকে দেশবাসীকে পরিশুদ্ধ করতে চায়।

সম্ভবতঃ এ কারণেই বাংলাদেশে আমাদের সংগঠনের উপর যুলুম নেমে এসেছে পাশ্চাত্যের দোসর সরকার ও রাজনীতিকদের মাধ্যমে। তারা আমাদের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের প্রভাবিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমূহের মাধ্যমে নানা অপবাদ রটিয়েছে। এখনও মাঝে-মধ্যে কাল্পনিক ও মিথ্যা অপবাদ সমূহ রটিয়ে যাচ্ছে। আমাদের উপর সরকারীভাবে জেল-যুলুম চালানো হয়েছে এবং এখনও কমবেশী চলছে। কিন্তু সত্যিকারের আদর্শনিষ্ঠ ঈমানদার কর্মী কখনোই আদর্শচ্যুত হন না এবং দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত বিক্রি করেন না।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে, যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করে' *(ছফ ৬১/৪)*। তাই আমরা যত বেশী আদর্শনিষ্ঠ ও জামা'আতবদ্ধ হব, ততবেশী আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্ত হব এবং আমাদের পথচলা সহজ হবে। এভাবে ধীরে ধীরে জনমত পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে 'তাওহীদে

Contents

ইবাদত' প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। জনগণের সার্বভৌমত্বের স্থলে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব কায়েম হবে এবং অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত- এ ভ্রান্ত নীতির বিপরীতে অহি-র বিধানই চূড়ান্ত, এ সত্য নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এজন্য সকল দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়া এবং কপটতা হ'তে মুক্ত হয়ে মানবতার সার্বজনীন কল্যাণের কর্মসূচী নিয়ে আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের ঘোষিত **চার দফা কর্মসূচী হ'ল :** তাবলীগ, তানযীম, তারবিয়াত ও তাজদীদে মিল্লাত। অর্থাৎ প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমাজসংস্কার। আমরা আমাদের সীমাহীন অযোগ্যতা ও দুর্বলতা নিয়ে সাধ্যমত সমাজ সংস্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা আমাদের সকল দুঃখ-বেদনা ও অভাব-অভিযোগ আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করি। তিনি সর্বক্ষণ আমাদের অবস্থা দেখছেন ও শুনছেন। আমরা কেবলমাত্র তাঁরই রহমতের ভিখারী। আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণই আমাদের জন্য যথেষ্ট। পরিশেষে সকলের প্রতি আমাদের একান্ত আহ্বান : **আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।**

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে যা বলেছিলেন, আসুন! আমরাও সেকথা বলি।- قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– 'বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, সবই জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি রহম কর! আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সমূহ কবুল কর! আমাদেরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার শক্তি দাও- আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

****

Contents

এক নযরে আহলেহাদীছ

(أَهْلُ الْحَدِيْث فِيْ لَمْحَةٍ)

১. আহলেহাদীছ কে? (أَهْلُ الْحَدِيْث مَنْ هُوَ؟)

যিনি সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী।

(اَلَّذِيْ يَتَّبِعُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ الصَّحِيْحَةَ فِي جَمِيْعِ نَوَاحِي الْحَيَاةِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ)-

২. আহলেহাদীছ আন্দোলন কী? (حَرَكَةُ أَهْلِ الْحَدِيْث مَا هِيَ؟)

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

(هَذِهِ حَرَكَةٌ إِسْلاَمِيَّةٌ خَالِصَةٌ مِنْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِلَي يَوْمِنَا هَذَا الَّتِي تَدْعُو النَّاسَ إِلَي الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ)-

৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন? (حَرَكَةُ أَهْلِ الْحَدِيْث لِمَا هِيَ؟)

নিজেদের রচিত অসংখ্য মাযহাব-মতবাদ, ইযম ও তরীক্বার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন।

(حَرَكَةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مُهِمَّةٌ جِدًّا لِإِهْدَاءِ النَّاسِ إِلَي الْحَقِّ الْخَالِصِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ وَلِإِرْتِدَادِهِمْ مِنَ الْمَذَاهِبِ وَالطُّرُقِ وَالْآرَاءِ الْمُحْدَثَةِ)-

৪. আমাদের আহ্বান (دَعْوَتُنَا)

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!!

(تَعَالَ نَبْنِ حَيَاتَنَا عَلَي ضُوْءِ الْكِتَابِ وَالْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ)-

*****

আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

(نَرْجُو أَنْ نُقِيْمَ الْمُجْتَمَعَ الْإِسْلاَمِيَّ الْخَالِصَ الَّذِيْ لاَ تَلْبِسُ مَعَهُ الْآرَاءُ الْأَجْنَبِيَّةُ بِإِسْمِ الْعَصْرِيَّةِ وَ لاَ يَلْبِسُ مَعَهُ التَّعَصُّبُ الْمَذْهَبِيُّ الْمُرَوَّجُ بِإِسْمِ الْإِسْلاَمِ) —

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৭.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৩৮.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়? (১৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: - ঐ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (২৫/=) **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (২৫/=) **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ‘আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=) **২.** জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**